দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 MAY 1997
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

19

শিক্ষানীতি প্রণয়নে শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

গত ১৮ মে, ১৯৯৭ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া প্রশ্নোত্তর পর্বের দীর্ঘ ও বিস্তারিত বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। যা পড়ে আমার মতো লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী হতাশ হয়েছে। আজকের আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দেশ যখন আধুনিক শিক্ষায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন আমাদের মতো স্বাধীন দেশে, স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় আর্থ-সামাজিক কারণে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হাজার হাজার সন্তান পাস কোর্স

নামক শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। পাস কোর্সে অধ্যয়নরত কোন ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে হলে আবশ্যিকভাবে তাদের প্রিলিমিনারি কোর্স সমাপ্ত করে স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত পর্বে অধ্যয়ন করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, পাস কোর্স থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতকোত্তর শেষ পর্বে অনার্স পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একই শ্রেণীকক্ষে, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও একই শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করতে হয়। বাস্তবে বেশিরভাগ সময় এই পাস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত অবহেলার চোখে দেখা হয়, যার ফলশ্রুতিতে ফলাফলেও দেখা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে ভাল মেধার ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণত ফার্স্ট ক্লাস দেয়া হয় না। অথচ স্নাতকোত্তর শেষে দেখা যায় পাস কোর্সের একজন ছাত্র এবং অনার্স থেকে আসা একজন ছাত্র স্নাতকোত্তর শেষ পর্বে একই ফলাফলের যেমন— স্নাতকোত্তর ২য় শ্রেণীপ্রাপ্ত হলেও চাকরির ক্ষেত্রে বা অধ্যাপনার ক্ষেত্রে পাস কোর্সের চেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারীর জন্য চাওয়া হয় ফার্স্ট ক্লাস এবং অনার্সের জন্য ২য় শ্রেণী। যা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। অথচ শিক্ষামন্ত্রীর দীর্ঘ আলোচনায় এ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের জানামতে ১৯৮০ সালের দিকে তৎকালীন বিএনপি সরকার এই হীন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু করেছে। শুধু আমরা নই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক সমাজও এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নিন্দনীয় চোখে দেখে থাকেন বলে আমাদের কাছে অনেক তথ্য আছে।

অতএব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বর্তমান ক্ষমতায় আসীন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে বৈষম্যের শিকার লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষ থেকে আমার বিনীত নিবেদন, এই কুখ্যাত বৈষম্যমূলক আচরণ নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে চিরতরে বিলুপ্ত হবে বলে আশা করছি। অথবা পাসকোর্স শিক্ষা ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত করে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতন হবেন বলে আশা করি—অন্যথায় শিক্ষানীতি একটি ভ্রান্ত শিক্ষানীতিতে পরিণত হবে।

মহিউদ্দিন আহমেদ (মনু)
বাড়ি নং-৮, রোড নং-১১
মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।